যুগান্তর

তারিখ ... 31 MAR 2017
পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...২...

প্রাক-বাজেট আলোচনায় অর্থমন্ত্রী

সরকারি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি পাঁচগুণ বাড়ছে

যুগান্তর রিপোর্ট

আগামী ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটে সরকারি কলেজ, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে টিউশন ফি বর্তমানের চেয়ে পাঁচগুণ বাড়ানো হবে। বৃহস্পতিবার বাজেট সংক্রান্ত এক মতবিনিময় সভায় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এ তথ্য জানিয়েছেন। এছাড়া আগামী অর্থবছরের বাজেটের আকার ৪১৫ লাখ কোটি টাকা হতে পারে জানিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, দুই বছর পর দেশে বিড়ির কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। সিগারেট-বিড়ি খাওয়াকে নিরুৎসাহিত করা হবে।

বৈঠক শেষে অর্থমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, আলোচনায় সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের টিউশন ফি বাড়ানোর প্রস্তাব এসেছে। এটি অনেক ভালো প্রস্তাব। বর্তমান সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় টিউশন ফি মাত্র ১২ থেকে ১৬ টাকা। এটি অবাস্তব। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজে পড়াশোনার খাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। কিন্তু সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খুব সামান্য। তিনি বলেন, এ জন্য আগামী বাজেটে টিউশন ফি ৫ গুণ বাড়বে। বেতন ও টিউশন ফিতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খরচ বিবেচনায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এছাড়া ইন্টার্নি ডাক্তারদের বাধ্যতামূলক ঢাকার-বাইরে পাঠানোর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে উপস্থাপন করা হবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে।

রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এ সভায় ৩৭টি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার (এনজিও) প্রধান কর্মকর্তা ও প্রতিনিধি অংশ নেন। এনজিও প্রতিনিধিরা আগামী বাজেটে জঙ্গি, সন্ত্রাস ও মাদক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে বিশেষ বরাদ্দের প্রস্তাব দিয়েছে। পাশাপাশি ব্যাংকিং খাতের শৃঙ্খলা ফেরাতে এ খাতের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, শিল্পনীতি বাস্তবায়নে জিডিপির ১৮ শতাংশ বরাদ্দের সুপারিশ করেছেন। এছাড়া টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যকে (এসডিজি) সামনে রেখে প্রণয়ন এবং এজন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, পানি, স্যানিটেশন, অবহেলিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী ইত্যাদি খাতে বাজেট বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি জানান তারা।

বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এমএ মান্নান, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব মো. ইউনুসুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) জালাল আহমেদ প্রমুখ। এ সময় অর্থমন্ত্রী বলেন, ২০৩০ সালের আগেই বাংলাদেশ এসডিজি অর্জনে সক্ষম হবে। তবে এক্ষেত্রে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেবে। এজন্য জেলা পরিষদগুলোকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, বিড়ি নিয়ে ভুল তথ্য আছে। বিড়িতে এক সময় শ্রমিকরা কাজ করত। এখন বিড়ি হচ্ছে ফাঁকিবাজি শিল্প। বাজেটের আগে বিড়ির ওপর কর আরোপ না করতে অর্ধেকের বেশি সংসদ সদস্য ডিও লেটার দেন। কি কারণে দিচ্ছেন এটি আমি জানি না। বিড়ি ও সিগারেট ব্যবসায়ীরা প্রতারণা করছে। সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যগত দিক দিয়ে আমি এ ব্যাপারে নীতি গ্রহণ করতে চাই। বিড়ি দেশ থেকে বিতাড়িত হওয়া উচিত। সিগারেট পারব না। কারণ এর চাহিদা বাড়ছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা থেকে বিড়ি অনেক ক্ষতিকর। বিড়ি বিতাড়িত করা হলে রাজস্ব ক্ষতি হবে কিনা জানতে চাইলে অর্থমন্ত্রী বলেন, এটি কোনো বিষয় নয়। খুব বেশি ক্ষতি হবে না।

ওই বৈঠকে বক্তব্য রাখেন বাপার চেয়ারম্যান আবু নাসের, গণস্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রকল্প সমন্বয় ড. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, এনজিও ফোরামের এসএম রশিদ, ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম, নিজেরা করি'র সহ-সমন্বয়কারী খুশী কবির, আশার আবদুল আজিজ, গণসাক্ষরের রাশেদা কে চৌধুরী, মহিলা পরিষদের মালেকা বানু, স্টেপস টু ওয়ার্ডসের বিরন রঞ্জন সরকার। বৈঠকে বক্তারা বলেন, ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের সংস্কৃতি গড়ে উঠছে। এ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন দরকার। ব্যাংকিং খাতে মধ্যবর্তী ও উচ্চ পর্যায়ে দক্ষ জনবলের ঘাটতি রয়েছে। ব্যাংকিং খাত ঠিক করতে হলে অগ্রাধিকার দিয়ে বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে।